তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ১৬১৯

**হাতির আক্রমণ হতে মানুষের জানমাল রক্ষায় কাজ করছে সরকার**

**-পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ বৈশাখ (৩০ এপ্রিল) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বন্য হাতির আক্রমণ হতে মানুষের জানমাল রক্ষায় বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সরকার। এবিষয়ে বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করে মন্ত্রী বলেন, হাতির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে সোলার ফেন্সিং স্থাপন, সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, যেকোনো মূল্যেই হোক মানুষের প্রাণ রক্ষা করতে হবে এবং ফসলসহ অন্যান্য ক্ষতি হলে জনগণকে দ্রুততম সময়ে বিধি মোতাবেক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এ সকল নির্দেশ দেন।

মন্ত্রী এ সময় দেশের শব্দদূষণ বন্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য আরো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধে যেকোনো মূল্যেই জলাভূমি সংরক্ষণ করতে হবে এবং হাওড়, বাওড়, নদী, বিল পুনঃখনন করতে হবে। মন্ত্রী দেশব্যাপী অধিক হারে বৃক্ষরোপণসহ চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম গুণগতমান বজায় রেখে বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, সচিব ডক্টর ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব সঞ্জয় কুমার ভৌমিক, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর আবদুল হামিদ এবং বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরীসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/পাশা/আরমান/রফিকুল/শামীম/২০২৩/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ১৬১৮

**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে যোগদান করলেন খলিল আহমদ**

ঢাকা, ১৭ বৈশাখ (৩০ এপ্রিল) :

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে আজ সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করলেন খলিল আহমদ।

এ উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে নবনিযুক্ত সচিবকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী নবনিযুক্ত সচিবের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আরো গতিশীল ও বেগবান হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, ‍গত ১৮ এপ্রিল ২০২৩ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়ার মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) খলিল আহমদকে সচিব পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পদায়নের এক প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

খলিল আহমদ ১৯৯৩ সালের ১ এপ্রিল বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে ১১তম ব্যাচে সহকারী কমিশনার হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় জামালপুরে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে ময়মনসিংহের ভালুকা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হিসেবে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। উপসচিব হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও অর্থ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। পরে যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ মহাপরিচালক হিসেবে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) বগুড়ায় কর্মরত ছিলেন।

তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি), ময়মনসিংহ থেকে ১৯৮৭ সালে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে বিএসসি (স্নাতক), ১৯৮৮ সালে উৎপাদন অর্থনীতি ও খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাস্টার্স এবং ২০১৩ সালে যুক্তরাজ্যের Bradford University থেকে Economics and Finance for Development বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন।

#

ফয়সল/পাশা/আরমান/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৮৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ১৬১৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৭ বৈশাখ (৩০ এপ্রিল) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৯৪ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৭০৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৫ হাজার ৬৫৪ জন।

#

সুলতানা/পাশা/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৭৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬১৬

**মহান মে দিবস আগামীকাল**

ঢাকা, ১৭ বৈশাখ (৩০ এপ্রিল) :

আগামীকাল মহান মে দিবস। বিশ্বের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের দিন। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- ‘শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি’।

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন।

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে আগামীকাল সকাল ৯টায় এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করা হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান র‌্যালির উদ্বোধন করবেন। র‌্যালিটি রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউ থেকে শুরু হয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গিয়ে শেষ হবে। পরে সকাল ১০.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি থাকবেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

১৮৮৬ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ওইদিন তাদের আত্মদানের মধ্যদিয়ে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য শ্রমিকদের আত্মত্যাগের এই দিনকে তখন থেকেই সারা বিশ্বে ‘মে দিবস’ হিসেবে পালন করা হচ্ছে। মহান স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ‘মহান মে দিবস’কে ‘জাতীয় শ্রমিক দিবস’ এবং ‘সরকারি ছুটি’ ঘোষণা করে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করেন।

দিবসটির অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জাতীয় পত্রিকাসমূহ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো দিনটি উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান ও টকশো সম্প্রচার, সড়ক দ্বীপসমূহ সজ্জিতকরণ ও বিলবোর্ড প্রচার ।

#

আকতারুল/পাশা/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৭৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬১৫

**তথ্যমন্ত্রীর সাথে বাচসাস কার্যনির্বাহী কমিটির সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৭বৈশাখ **(**৩০ এপ্রিল**) :**

আজ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের সঙ্গে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা সাক্ষাৎ করেন। তারা বিএফডিসিতে বাচসাসের জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধিন বিভিন্ন কমিটিতে এবং বিদেশ সফরে তাদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার দাবি সংবলিত পত্র মন্ত্রীকে হস্তান্তর করেন। মন্ত্রী চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে দীর্ঘ ৫৫ বছর ধরে টিকে থাকা বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির অবদান ও ধারাবাহিক বাচসাস চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান ব্যবস্থার প্রশংসা করেন। তাদের উত্থাপিত বিষয়গুলোও যাচাই ও বিবেচনার আশ্বাস দেন তিনি।

এ সময় চলচ্চিত্র শিল্পের অগ্রগতি নিয়ে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য সিনেমা হল নির্মাণ ও সংস্কারে এক হাজার কোটি টাকার সহজ ঋণ তহবিল গঠন করেছেন। চলচ্চিত্র শিল্পীদের জন্য শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। এফডিসিতে নতুন ভবন নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। সেখানে ৪টি শুটিং ফ্লোর থাকবে। সেখানে একটা সিনেমা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্মাণ করা যাবে। এছাড়া গাজীপুরে বঙ্গবন্ধুর ফিল্ম সিটি হচ্ছে, সেটি পূর্ণাঙ্গ হলে সেখানেও সিনেমা নির্মাণ করা যাবে।’

আসন্ন কান চলচ্চিত্র উৎসবে দেশের অংশগ্রহণ নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের সিনেমাকে বিশ্ব অঙ্গনে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই আমরা এবার প্রথম কান চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের স্টল নিয়েছি। সেখানে বঙ্গবন্ধুর বায়োপিক ‘মুজিব, দ্য মেকিং অভ্ আ নেশন’ প্রদর্শনের সম্ভাবনা আছে।’

বাচসাস সভাপতি রাজু আলীম, সাধারণ সম্পাদক রিমন মাহফুজ, সহ-সভাপতি অঞ্জন রহমান ও রাশেদ রাইন, সহ-সাধারণ সম্পাদক রাহাত সাইফুল, অর্থ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল আলম মিলন, সমাজকল্যাণ ও মহিলা সম্পাদক আনজুমান আরা শিল্পী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবু হুরায়রা মুরাদ, নির্বাহী সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মাঈনুল হক ভূঁইয়া, আনিসুল হক রাশেদ, রুহুল সাখাওয়াত প্রমুখ বৈঠকে অংশ নেন।

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/১৭৪৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬১৪

**কারো লাঠিয়াল না কি রাজনৈতিক দল হবে তা বিএনপিরই সিদ্ধান্ত**

**---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭বৈশাখ **(**৩০ এপ্রিল**) :**

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিএনপিকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে তারা কি সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে বসে থাকা কারো লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহৃত হবে, না কি একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে টিকে থাকবে।

মন্ত্রী বলেন, ‘আমি মনে করি, কোনো গণমানুষের সংগঠন যদি ক্রমাগতভাবে নির্বাচন বিমুখ থাকে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে, সেই সংগঠন আর গণমানুষের সংগঠন থাকে না, কর্মীনির্ভর স্বার্থরক্ষার সংগঠনে দাঁড়ায়। আসলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন চান তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিএনপি একটা লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে থাক। সে কারণেই তিনি বিএনপিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দিতে চান না।’

আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মতবিনিময়কালে সাংবাদিকরা আগামী নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন করলে মন্ত্রী এ কথা বলেন। ঈদের পরে বিএনপির আন্দোলনের ঘোষণা প্রসঙ্গে মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘বিএনপির এ ধরনের বাগাড়ম্বর ১৪ বছর ধরে শুনে আসছি। মানুষের কাছেও এগুলো হাস্যকর কৌতুক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিএনপির এ ধরনের হুমকি-ধমকি তাদের কর্মীরাও বিশ্বাস করে না, আস্থাও রাখে না। গত বছর ১০ ডিসেম্বরের পর বিএনপির ভেতরে আলোচনা হচ্ছে, আন্দোলন এভাবে মাঠে মারা গেলো কেন। মাঠে মারা যাওয়া আন্দোলনকে তারা আবার জীবিত করতে পারবে না।’

বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্য ‘আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিশ্বাস করে না’ এ বক্তব্য খণ্ডন করে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবসময় নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতায় গেছে। আমরা জনগণের শক্তিতে, জনগণের রায়ে বিশ্বাস করি। বিএনপি বরং নির্বাচনে বিশ্বাস করে না, সে জন্য তারা নির্বাচন বর্জন করছে, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন পর্যন্ত বর্জন করেছে। ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জন করেছে, প্রতিহত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। ২০১৮ সালেও তারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার লক্ষ্যেই অংশগ্রহণ করেছিল। বিএনপি একটি রাজনৈতিক দল, তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি করবে না, সেটি তাদেরই সিদ্ধান্তের ব্যাপার।’

বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে বিএনপির সাম্প্রতিক বক্তব্য নিয়ে প্রশ্নের জবাবে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘তাদের পরিকল্পনার অংশ হচ্ছে খালেদা জিয়াকে অসুস্থ দেখানো। খালেদা জিয়া সুস্থ আছেন। কিছুদিন আগে বিএনপির নেতারা বলছিলো যে, খালেদা জিয়াকে যদি বিদেশ না নেওয়া হয় তাহলে তার জীবন শঙ্কা আছে। সেটি বলার মধ্যেই আমরা দেখতে পেলাম, খালেদা জিয়া বাংলাদেশের হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েই ভালো হয়ে চলে গেছেন এবং বলেছেন তিনি খুব ভালো আছেন। বিএনপির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে খালেদা জিয়াকে অসুস্থ বানিয়ে রাখা, অসুস্থ দেখানো, রাজনৈতিক ফায়দা লাভের উদ্দেশ্যে বিএনপি সেটি করে আসছে।’

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/১৭৪৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬১৩

**এ বছর চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২ কোটি ২০ লাখ টন**

**--- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ বৈশাখ (৩০ এপ্রিল) :

হাওড়ে এখন পর্যন্ত ৯০% ধান কাটা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। এছাড়া এবছর বোরোতে রেকর্ড ২ কোটি ২০ লাখ টনের মতো চাল উৎপাদন হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

আজ সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বোরো ধান নিয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী এসব তথ্য জানান। এ সময় কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সংস্থাপ্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, চলমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৯ লাখ ৭৬ হেক্টর জমি। আর আবাদ হয়েছে প্রায় প্রায় ৫০ লাখ হেক্টর জমিতে। এবছর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ২ কোটি ১৫ লাখ মেট্রিক টন চাল। মাঠে ধানের অবস্থা ভালো, হাওড়ের ধানও ভালোভাবে কাটা গেছে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও ১০ লাখ টন বেশি চাল উৎপাদন হতে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী বলেন, অনেকেই কৃষির উন্নয়নকে উন্নয়ন মনে করেন না। স্থানীয় জনপ্রতিনিধের অনেকেই মনে করেন উন্নয়ন মানে শুধু রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন, স্কুল-কলেজের বিল্ডিং বানানো। বিগত ১৪ বছরে কৃষিতে অভাবনীয় উন্নয়ন হয়েছে। ৭০% ভর্তুকিতে সরকার হাওড়ের কৃষককে ধান কাটার যন্ত্র দিচ্ছে অর্থাৎ একটা যন্ত্রের দাম ২৮ লাখ টাকা হলে ২০ লাখ টাকা সরকার আর কৃষক মাত্র ৮ লাখ টাকা দিচ্ছে। এটি একটি বিরাট উন্নয়ন।

মন্ত্রী জানান, হাওড়ভুক্ত ৭টি জেলা সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হাওড়ে এবছর বোরো আবাদ হয়েছে ৪ লাখ ৫২ হাজার হেক্টর জমিতে। আর এই ৭টি জেলায় মোট বোরো আবাদ হয়েছে (হাওড় ও হাওড়ের বাইরে উচুঁ জমি মিলে) ৯ লাখ ৫৩ হাজার হেক্টর জমিতে, উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪০ লাখ টন চাল।

#

কামরুল/পাশা/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬১২

**ঈদুল ফিতরে রেলযাত্রা স্বস্তিদায়ক হওয়ায় রেলমন্ত্রীর সন্তুষ্টি প্রকাশ**

ঢাকা, ১৭বৈশাখ **(**৩০ এপ্রিল**) :**

এবারের ঈদুলফিতর উপলক্ষ্যে শতভাগ অনলাইনে টিকেট বিক্রয়ের ফলে টিকেট ক্রয়ে ভোগান্তি কম হওয়া এবং সিডিউল বিঘ্ন না ঘটায় ঈদ যাত্রা স্বস্তিদায়ক হওয়ায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন।

আজ রেল ভবনে ঈদ পরবর্তী রেল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মূল্যায়ন সভায় সভাপতি হিসেবে যোগদান করে রেলপথ মন্ত্রী এ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তার পাশাপাশি রেল ব্যবস্থাও এগিয়ে যাচ্ছে। রেল ব্যবস্থাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ধীরে ধীরে উন্নত বিশ্বের মতো পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। রেলওয়ের কয়েকটি মেগা প্রকল্প এই বছরই উদ্বোধন করা হবে। রেলওয়ের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি রেল পরিচালনায় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। নতুন নতুন ইঞ্জিন, কোচ সংযুক্ত হচ্ছে, নতুন ডাবল লাইন করা হচ্ছে। যাত্রী সেবা বৃদ্ধির জন্য নানা ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ্য করেন।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলেই এবারের টিকেট বিক্রয়ের পদ্ধতিকে স্বাগত জানান এবং আগামী ঈদগুলোতেও একইভাবে শতভাগ অনলাইনে দেওয়ার প্রস্তাব করেন।

সভায় অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশন কয়েকটি ঈদের যাত্রী পরিবহন ও আয়ের চিত্র তুলে ধরে বলেন, এই বছর ঈদুলফিতর উপলক্ষ্যে ঢাকা থেকে পাঁচ দিনে (১৭ থেকে ২১এপ্রিল) যাত্রী পরিবহন করা হয়েছে ২ লাখ ১৪ হাজার ৯৭৩ জন এবং আয় হয়েছে ৬ কোটি ৭১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৯ টাকা।

রেলপথ মন্ত্রী শেষে ঈদ যাত্রা সফল হ‌ওয়ায় রেলওয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

#

শরিফুল/পাশা/রফিকুল/আব্বাস/২০২৩/১৭০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬১১

**টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ১৭ বৈশাখ (৩০ এপ্রিল) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূলবার্তা :**

ত্রয়োদশ বিসিএস ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী ৬ মে ২০২৩ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম ফজিলাতু্ন্নেসা মুজিব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে।

অংশগ্রহণের জন্য ওসমান ০১৫৫২৩৭৯৯১৩ এবং হান্নান ০১৫৫০১৫১২৫৯ নম্বরে যোগাযোগ করুন ।

#

মেহেদী/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২৩/১৫৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬১০

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২২

**আবেদন করা যাবে ১০ মে পর্যন্ত**

**ঢাকা,** ১৭ বৈশাখ **(**৩০ এপ্রিল**) :**

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২২ এ অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রযোজকদের নিকট থেকে আগামী ১০ মে, ২০২৩ বুধবার বিকেল ৪ টা পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হবে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রযোজকদেরকে নির্ধারিত ছকে আবেদন করতে হবে। আবেদনের ফরম/ছক বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনের ফরম সেন্সর বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bfcb.gov.bd থেকে ডাউনলোড করেও ব্যবহার করা যাবে। প্রত্যেক আবেদনপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের ২ কপি ডিভিডি/পেনড্রাইভ- এ জমা দিতে হবে। পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত শিল্পী / কলাকুশলী / ব্যক্তিদের প্রত্যেকের ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবিসহ জীবন-বৃত্তান্ত (বাংলা), জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি/ পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)/শিশু-শিল্পীদের ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন সনদের সত্যায়িত ফটোকপি আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালায় বলা হয়েছে, কেবল বাংলাদেশি নাগরিকগণ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন; যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে, তবে যৌথ প্রযোজনা চলচ্চিত্রের বিদেশি শিল্পী এবং কলা-কুশলীগণ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না; জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বিবেচনাযোগ্য চলচ্চিত্রকে অবশ্যই বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সেন্সর সনদপত্রপ্রাপ্ত এবং বিবেচ্য বছরে (২০২২ সালে) প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত হতে হবে; স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তবে সেগুলোকে বিবেচ্য বছরে (২০২২ সালে) সেন্সর সনদপত্রপ্রাপ্ত হতে হবে।

উল্লেখ্য, প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ২৮টি ক্ষেত্রে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করা হবে। এগুলো হলো-আজীবন সম্মাননা, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা / অভিনেত্রী খল চরিত্রে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা / অভিনেত্রী কৌতুক চরিত্রে, শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী, শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক, শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক, শ্রেষ্ঠ গায়ক, শ্রেষ্ঠ গায়িকা, শ্রেষ্ঠ গীতিকার, শ্রেষ্ঠ সুরকার, শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার, শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা, শ্রেষ্ঠ সম্পাদক, শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক, শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক, শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক, শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজ-সজ্জা এবং শ্রেষ্ঠ মেকআপম্যান।

#

সাইফুল্লাহ/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১৩৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬০৯

**প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ নেই, গুজব রটালে কঠোর শাস্তি,**

**সার্বক্ষণিক নজরদারিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম**

**-শিক্ষামন্ত্রী**

**ঢাকা,** ১৭ বৈশাখ **(**৩০ এপ্রিল**) :**

চলমান এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ নেই বলে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে গুজব রটাতে পারে। আর গুজব রটিয়ে ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি হবে।

২০২৩ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার প্রথম দিন আজ রাজধানীর বাড্ডা হাইস্কুল কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে গুজব রটানো রোধে সার্বক্ষণিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। যখনই দেখা যাবে যে, কেউ গুজব ছড়াবার চেষ্টা করছে বা কিছু হচ্ছে, তখনই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আগামী বছর পরীক্ষার সময় এগোবে কি না জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘আগামী বছর পরীক্ষা এগিয়ে আনার চেষ্টা করবো। তবে যারা পরীক্ষা দেবে তারা পুরো প্রস্তুতির সময় পেয়েছে কি না তা দেখা হবে। সারাদেশের শিক্ষকদের একটি মতামত নেওয়া হবে। তারা কোন সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করতে পারবেন। শুধু তাড়াহুড়া করে শেষ করলে হবে না। স্বস্তিতে শেষ করতে হবে। শিক্ষকদের মতামত নিয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, ‘গত বছর আমরা পরীক্ষা এগিয়ে আনতে পারতাম, কিন্তু বন্যার কারণে আমাদের পেছাতে হয়েছে। এইবার আমরা গত বছরের থেকে অনেক এগিয়ে নিয়ে এসেছি। সামনের বছর চেষ্টা করবো, স্বাভাবিকের যত কাছাকাছি যাওয়া যায়।’

প্রশ্নপত্রে ভুলের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘ভুলভ্রান্তি যেটা সেটা তো ভুলই। গতবার যে কয়েকটি জায়গায় ভুল হয়েছে তাদের কড়া মাশুল দিতে হয়েছে। যারা দায়িত্বে থাকেন, তাদের যাতে ভুল না হয়, সেদিকে তাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

পরিদশর্নের সময় আরো উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোলেমান খান, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ এবং ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার।

                                                      #

 খায়ের/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১৩০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬০৮

**মহান মে দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৭ বৈশাখ (৩০ এপ্রিল) :

**­­­** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার গৌরবোজ্জ্বল ত্যাগের ঐতিহাসিক দিন ‘মহান মে দিবস- ২০২৩’ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশের মেহনতি মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি’ অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। ১৮৮৬ সালের ১ মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে রক্তাক্ত আন্দোলনে শ্রমিকের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আত্মাহুতি দেওয়া বীর শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শোষিত, বঞ্চিত ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭২ সালে শ্রমনীতি প্রণয়ন করেন। তিনি পরিত্যক্ত কল-কারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবন-মান উন্নয়ন ও কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ শ্রম আইন যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করে ‘বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন-২০১৮’ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। এই তহবিল থেকে যে কোন শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে, জরুরি চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ ও দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য এবং শ্রমিকদের সন্তানের উচ্চ শিক্ষার জন্যেও আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। আমরা রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সার্বিক কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদানে একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করেছি এবং সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি। সব সেক্টরে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বাড়ানো হয়েছে।

শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকল্পে জাতীয় শ্রমনীতি-২০১২, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এবং গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে যা বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে স্থিতিশীল শিল্পসম্পর্ক এবং উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক এবং কার্যক্রম আরো সুদৃঢ় হয়েছে। শিল্প-কারখানায় কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণে বিভিন্ন সেবার সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণে আমরা শ্রম পরিদপ্তরকে সম্প্রতি অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করেছি। শ্রমিক ভাই-বোনদের যেকোন সমস্যা সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ, অভিযোগ নিষ্পত্তি ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য সার্বক্ষণিক টোল ফ্রি হেল্প লাইন (১৬৩৫৭) চালু করা হয়েছে। শিল্প কারখানায় বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পরিদর্শন ও মনিটরিং ব্যবস্থা চলমান রয়েছে। নারী শ্রমিকদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে এবং নারায়ণগঞ্জের বন্দরে দুইটি বহুতল শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার প্রয়াসের অংশ হিসেবে রাজশাহীতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হচ্ছে। করোনা মহামারির সময়ে আমাদের সরকার শ্রমজীবী মানুষের পাশে থেকে ত্রাণ বিতরণসহ সর্বাত্মক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। রপ্তানিমুখী পোশাক এবং চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

আমি বিশ্বাস করি, মহান মে দিবসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিক এবং মালিক পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রেখে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিবেদিত হবেন। আমরা শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো, ইনশাল্লাহ।

আমি ‘মহান মে দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

জাহিদ/মেহেদী/সাঈদা/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬০৭

**মহান মে দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৭ বৈশাখ (৩০ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের সকল শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষের জন্য সংগ্রামী চেতনায় উদ্ভাসিত একটি দিন - মহান মে দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। ‘মহান মে দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প ও শ্রমবান্ধব বর্তমান সরকার শ্রমিকের সার্বিক কল্যাণসাধন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উন্নত কর্মপরিবেশ, শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক, শ্রমিকের পেশাগত নিরাপত্তা ও সুস্থতাসহ সার্বিক অধিকার নিশ্চিতকরণের কোনো বিকল্প নেই। এ বিবেচনায় মহান মে দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য ‘শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি’ যথাযথ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পরেই মে দিবসকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং পহেলা মে দিনটিকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে তিনি মজুরি কমিশন গঠন করেন এবং শ্রমিকদের জন্য নতুন বেতন কাঠামোর ঘোষণা দেন। ১৯৭২ সালে জাতির পিতার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে এবং আইএলও’র ৬টি কোর কনভেনশনসহ ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করে। শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষায় এ এক অনন্য মাইলফলক। ১৯৭৩ সালে অলিজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক আর অন্যদিকে শোষিত- আমি শোষিতের পক্ষে।’ বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্নপূরণে শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়নে দলমত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। এ লক্ষ্যপূরণে শ্রমিক-মালিক সম্প্রীতি ও যৌথ প্রয়াস দেশের উন্নয়নকে আরো বেগবান করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, শ্রমিকের একাগ্রতা এবং শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। শ্রমিক ও মালিকের ইতিবাচক ও প্রাগ্রসরমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রমক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, স্বার্থ ও কল্যাণের সঙ্গে মহান মে দিবসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁদের জীবনমান উন্নয়ন এবং ন্যায্য অধিকার রক্ষায় সকলে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ঐকান্তিকভাবে দায়িত্বপালন করে যাবেন- এ প্রত্যাশা করি।

আমি মহান মে দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ